এষৌ না যাকোব

(Esao or Jacob?)

আদি ২৫ অধ্যায় ২২-৩৪ পদ

এর আগে আমরা দেখেছি, পিতার ন্যায় ইসহাকও বিয়ের পর উপলব্ধি করেন তাঁর স্ত্রী বন্ধ্যা (২১ক পদ)। কিন্তু এমন প্রতিকূলতার মুকাবিলা করতে ইস্হাক সত্য বিশ্বাসীর পরিচয় দেন, যখন তিনি হাল না ছেড়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস রেখে ক্রমশ প্রার্থনা করেন (২১খ পদ)। দীর্ঘ ২০ বৎসরের অপেক্ষার পর, ৬০ বৎসর বয়সে ইস্হাক এষৌ ও যাকোব নামে দুই যমজ পুত্রের পিতা হন (২৬ পদ)। আজ আমরা এই দুইজনের জন্ম ও তাদের বাল্যকাল সম্বন্ধে শিখব।

ক। <u>এষৌ ও যাকোবের জন্ম</u> : দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর রিবিকা উপলব্ধি করেন, ঈশ্বর তাঁকে যমজ সন্তানের মা হবার দ্বিগুণ আশীর্বাদ করেছেন। ২২ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে তাঁর গর্ভ মধ্যে শিশুরা জড়াজড়ি করল*** *(ESV: struggled together)* ***, তাতে তিনি বললেন, যদি এরূপ হয়, তবে আমি কেন বেঁচে আছি? আর তিনি সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন।"*** তাদের জন্মের পূর্বেই পরিবারে এক ধরণের অসমন্বয় চোখে পড়ছে। এখানে আমরা বাইবেলের ইতিহাসে অব্রাহাম ও যাকোবের প্রথম প্রকাশকে তুলনা করতে পারি। বাইবেলে আমরা অব্রাহামের প্রথম প্রকাশে দেখতে পাই, তাঁর বয়স ৭৫ বৎসর এবং তিনি বিশ্বাসে পদক্ষেপ করতে চলেছেন (১২:৪); অন্যদিকে, যাকোবের প্রথম প্রকাশে আমরা দেখতে পাই, তখনও তার জন্ম হয়নি, কিন্তু মায়ের পেটের মধ্যে দাদার সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছে। যাকোবের জন্মের বর্ণনা দিতে গিয়ে ২৬ পদে বলা হয়েছে, সে তার হাত দিয়ে দাদার পাদমূল (গোড়ালি) ধরে জন্মগ্রহণ করে, যার অর্থ, সে দাদাকে অতিক্রম করতে চাইছিল, কিংবা তার দাদাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চাইছিল। অব্রাহাম ও যাকোবের এই প্রথম প্রকাশ মেনে তাদের পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। অব্রাহাম প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রার মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর বিশ্বাসের নমুনা রেখেছেন। অন্যদিকে, যাকোব একটি পারিবারিক দ্বন্দ্ব থেকে অন্য একটির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে, এবং সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছে। যাকোবের জীবনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই, সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অনুগ্রহের জয়। যাকোবের বিভিন্ন পাপ, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও ঈশ্বর তার প্রতি তাঁর সুনজর প্রদর্শন করেছেন, যা কোনও ভাবেই যাকোব পাবার যোগ্য ছিল না।

রিবিকার গর্ভে যখন যমজ শিশুদের মধ্যে লড়াই চলছিল, তখন রিবিকা তার কারণ জিজ্ঞাসা করে ঈশ্বরের কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছিল, তা হল, ***"তোমার জঠরে দুই জাতি আছে, ও তোমার পেট থেকে দুই বংশ বিভিন্ন হবে, এক বংশ অন্য বংশ থেকে বলবান হবে, ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে"*** (২৩ পদ)। এর দ্বারা রিবিকা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে যে, এটা কেবল দুই ভাইয়ের মধ্যে সাধারণ ঝগড়ার পূর্বাভাষ নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ দুই জাতির মধ্যে সমস্যা। আর ঈশ্বর সাধারণ ক্রমকে উল্টে দিতে চলেছেন: জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের সেবা করবে।

ভাইদের মধ্যে এমন লড়াই আদিপুস্তকের বিবরণে এই প্রথম নয়। কারণ এর আগে আদি ৪ অধ্যায়ে আমরা কয়িন ও হেবলের মধ্যে এই সমস্যা দেখেছি। আর সেখানেও দুইজনের মধ্যে যে ছোট ছিল, তার প্রতিই ঈশ্বরের সুনজর প্রদর্শিত হয়েছিল। আদিপুস্তকের অবশিষ্টাংশে এমন একাধিক পারিবারিক সমস্যা আমাদের চোখে পড়ে: নোহের সন্তানদের মধ্যে, অব্রাহাম ও লোটের মধ্যে, ইশ্মায়েল ও ইস্হাকের মধ্যে, যাকোব ও লাবনের মধ্যে, যোষেফ ও তার ভাইদের মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার চূড়ান্ত কারণ হল ঈশ্বরের মনোনয়ন। যাদের ঈশ্বর মনোনীত করেননি, অথবা যারা ঈশ্বর থেকে দূরবর্তী জীবন যাপন করেছে, তারা সর্বদা ঈশ্বর মনোনীতদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েছে; এমনকী একই পরিবারের মধ্যে বসবাস করেও তারা এই লড়াই চালিয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত পারিবারিক সমস্যার মধ্যেও তাঁর প্রজাদের আশীর্বাদ করার ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সুরক্ষিত থেকেছে। তাদের লড়াই দেখে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার পুনর্বিবেচনা করেননি। আর তার থেকে এই সত্য প্রমাণিত, সর্পের বংশধররা যতই চেষ্টা চালাক না কেন, তারা কখনও জীবিত ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

জয়লাভ করতে পারে না (৩:১৫)। এই সত্যের পক্ষে আদি ৫০:২০ পদ এই সাক্ষ্য দেয়: ***তোমরা আমার বিরুদ্ধে অনিষ্ট কল্পনা করেছিলে বটে, কিন্তু ঈশ্বর তা মঙ্গলের কল্পনা করলেন।***

খ। <u>জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে</u> : জ্যেষ্ঠের উপর কনিষ্ঠের অধিকারের কথা আদিপুস্তকে বারংবার পুনরাবৃত হয়েছে। কয়িনের পরিবর্তে হেবলকে গ্রহণ করা হয়েছে; কয়িনের পরিবর্তে সেথের বংশধরদের মনোনীত করা হয়েছে; ইশ্মায়েলের পরিবর্তে ইস্হাককে মনোনীত করা হয়েছে; লেয়ার পরিবর্তে রাহেলকে; এবং বড় ভাইদের পরিবর্তে যোষেফকে মনোনীত করা হয়েছে। ঈশ্বর কেন এমন করে থাকেন? এ বিষয়ে, রোমীয় ৯:১০-১২ পদে পৌল আমাদের উত্তর দিয়েছেন: ***কেবল তা নয়, কিন্তু আবার রিবিকা এক ব্যক্তি থেকে, আমাদের পিতৃপুরুষ ইস্হাক থেকে, গর্ভবতী হলে পর, যখন সন্তানেরা ভূমিষ্ট হয়নি, এবং ভালো মন্দ কিছুই করেনি, তখন - ঈশ্বরের নির্বাচন অনুরূপ সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, কর্ম হেতু নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু - তাকে বলা গেছিল, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ্যের দাস হবে।''*** প্রথম থেকেই ঈশ্বর স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি কখনও মুখাপেক্ষা করেন না (রোমীয় ২:১১)। তাঁর কাছে কোনও বিশেষ অধিকারের পদমর্যাদা নেই। অব্রাহামের শারিরীক বংশধর হওয়া যথেষ্ট নয়; ইস্হাক ও রিবিকার সন্তান হওয়াটা যথেষ্ট নয়; পরিবারে জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়াটাও যথেষ্ট নয়। ঈশ্বর যাকে ইচ্ছা, তাকে দয়া করেন; এবং যাকে ইচ্ছা, তাকে কঠিন করেন (রোমীয় ৯:১৮)। আমাদের পরিত্রাণ আমাদের কর্মের ফল নয়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাঁর অনুগ্রহের ফল। ঈশ্বর মানুষ আমাদের দেখে আমাদের প্রতি আচরণ করেন না। পরিবর্তে, ***''ঈশ্বর জগতীস্থ মূর্খ বিষয় সকল মনোনীত করলেন, যেন জ্ঞানবানদের লজ্জা দেন; এবং ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয় সকল মনোনীত করলেন, যেন শক্তিমন্ত বিষয় সকলকে লজ্জা দেন''*** (১করিন্থীয় ১:২৭)। তিনি সুনজর পাবার অযোগ্য কনিষ্ঠদের মনোনীত করেছেন, যেন এই সত্য প্রকাশ পায় যে, আমাদের প্রতি তাঁর আচরণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সবটাই তাঁর অনুগ্রহের ফল।

এই প্রেক্ষাপটে ইস্হাক ও রিবিকা ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, তারা উভয়েই রিবিকার প্রশ্নের প্রতি ঈশ্বরের উত্তরের (২৩ পদ) অর্থ কী, তা জানতেন। ***''জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে,''*** এই কথার অর্থ কী? ঈশ্বরের এই উত্তরের মাধ্যমে তারা অবশ্যই এই কথা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এর মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের কাছে যে সত্য পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করেছেন, তা হল, কনিষ্ঠের বংশধর হয়ে প্রতিজ্ঞাত মশীহ আসতে চলেছেন। এর দ্বারা আমাদের পরিত্রাণে ঈশ্বর তাঁর নিজের চরম সার্বভৌমত্ব প্রদর্শন করেছেন; কোন্ পরিবারের মাধ্যমে সেই প্রতিজ্ঞা আসবে, তা তিনি যেমন মনোনীত করেছেন; ঠিক তেমনই, সেই প্রতিজ্ঞা কীভাবে সেই পরিবারে আসবে, তাও তিনিই ঠিক করতে চলেছেন। এখন, এই সত্য জানার কারণে, ইস্হাক ও রিবিকার উচিৎ ছিল, তাদের এই দুই সন্তানের প্রতি ঈশ্বরের পরিকল্পনা মেনে তাদের পরিণতির জন্য প্রস্তুত হতে তাদেরকে মানুষ করা। অর্থাৎ, এষৌকে এমন ভাবে মানুষ করা যে, সে যেন যাকোব ও বিশেষকরে যাকোবের বংশধরদের মাধ্যমে যে পরিত্রাণ আসতে চলেছে, তা তার কাছ থেকে পাবার জন্য মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত হয়। অন্যদিকে, যাকোবকে এমনভাবে মানুষ করা, যাতে সে মশীহের ঈশ্বরভক্ত পিতৃপুরুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেন তাঁর নম্র জীবনের দ্বারা এই সত্য প্রকাশ পায়, তাঁর এই মহান আহ্বানের কারণ তাঁর নিজের মহত্ব নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মনোনয়ন। ঈশ্বরের কথা শুনে যদি তাদের এইভাবে মানুষ করা হত, তাহলে অনেক পারিবারিক সমস্যা এড়ানো সম্ভব ছিল।

কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। ঈশ্বরের আহ্বানকে মেনে তাদের মানুষ করার পরিবর্তে, তাদেরকে নিজের নিজের পথে বড়ো হতে দেওয়া হয়েছিল। এষৌ ছিল শক্তিশালী, ঘরের বাইরে সময় কাটাতে ভালোবাসত, পশু-শিকারে নিপুন, প্রান্তরের জীবনে প্রতীভার অধিকারী। তার এই চরিত্র তাঁর জন্মের সময় তার বর্ণনার সমান্তরাল: রক্তবর্ণ, সর্বাঙ্গ লোমশ কাপড়ের ন্যায় (২৫ পদ)। অন্যদিকে, যাকোবের বিষয় বলা হয়েছে, সে ছিল শান্ত *(NKJV: mild man, ESV: quiet man)* ও সে তাম্বুতে বাস করত (২৭খ)। বাংলা অনুবাদে যদিও যাকোবকে শান্ত বলা হয়েছে, হিব্রু বাইবেলে এর জন্য যে শব্দ *(tam)* ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ একটু অস্পষ্ঠ। এই হিব্রু শব্দের অর্থ, এক-মনা *(single-minded)*। এখন, 'এক-মনা' শব্দটি যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্থ ধারণ করে, যাকোবের ক্ষেত্রে এই শব্দ ইতিবাচকের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পরিবর্তে নেতিবাচক অর্থেই বেশি গ্রহণযোগ্য। যাইহোক, দাদা এষৌ যখন ঘরের বাইরে সময় কাটাতে ভালোবাসে, তখন যাকোব কিন্তু ঘরকুনো। আর এইভাবে ঘরকুনো হওয়ায়, দাদার জ্যেষ্ঠাধিকার চুরি করতে সে তার 'এক-মনা' বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে উপস্থিত থেকে তার পিতাকে ঠকাবে।

এখন, বালকদের মধ্যে এই পার্থক্য কিন্তু তাদের অতিক্রম করে তাদের পিতা-মাতার পক্ষপাতিত্বকে প্রভাবিত করে। ২৮ পদে বলা হয়েছে, ***"ইস্হাক এষৌকে ভালোবাসতেন, কারণ তার মুখে মৃগমাংস ভালো লাগত। কিন্তু রিবিকা যাকোবকে ভালোবাসত।"*** এখানে কেবল পক্ষপাতিত্ব নয়, কিন্তু পিতামাতাদের জন্য তারা কী করতে পারে, তার দ্বারা তাদের মূল্যায়ন করা হয়েছে। ইস্হাক মৃগশিকার ভালোবাসায়, এষৌকে ভালোবেসেছে। শাস্ত্রাংশ অবশ্য রিবিকার দ্বারা যাকোবকে ভালোবাসার কারণ উল্লেখ করেনি। হয়ত তাদের জন্মের পূর্বে ঈশ্বর যে উত্তর দিয়েছিলেন, তা রিবিকা স্মরণ করে যাকোবকে ভালোবেসেছিল। কিংবা, যাকোব তাম্বুতে বেশিরভাগে সময় কাটানোয়, রিবিকা বেশি করে তার সান্নিধ্য পেয়েছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের সন্তানরা সকলে একে অন্য থেকে পৃথক: কেউ খেলাধূলা ভালোবাসে, বাইরে সময় কাটাতে ভালোবাসে; অন্যরা লাজুক, বই পড়তে ভালোবাসে। কেউ কেউ গান-বাজনা বা চিত্রকলা ভালোবাসে; অন্যরা কম্পিউটর বা তথ্য-প্রযুক্তির প্রতি বেশি আগ্রহী। এখন, যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ও মনোযোগ আছে, আমরা যদি তাদের উপর নির্ভর করে আমাদের সন্তানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করি, তাহলে তার পরিণাম খুবই শোচনীয় হতে পারে। আগামীদিনে তাদের সন্তানদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আসতে চলেছে, ইস্হাক-রিবিকাই তার জন্য মাটি প্রস্তুত করছিল। আর তাদের এই পাপ উপযুক্ত সময় ঈশ্বরের দ্বারা বিচারিত হতে চলেছে: মৃগশিকারে ইস্হাকের যে ভালোবাসা ছিল, তার দ্বারাই সে প্রতারিত হবে; অন্যদিকে, রিবিকার ঘরকুনো ছেলে যাকোব দীর্ঘকাল ঘরছাড়া হবে।

গ। এষৌ যাকোবের দ্বারা প্রতারিত হয় : আদিপুস্তকে আমরা এষৌ যাকোবর বিষয় পরবর্তী যে বর্ণনা পাই, তা হল, একদিন এষৌ মাঠে পশুশিকার করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরে। যখন সে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সে দেখতে পায় যাকোব মসুর ডাল রান্না করেছে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এষৌ ভাইয়ের কাছে সেই ডাল খেতে চায় (২৯-৩০ পদ)। এর মধ্যে সমস্যার কিছু ছিল না, দাদা ভাইয়ের রান্না খাবার খেতে চাইতেই পারে। কিন্তু এই পরিবার যে কত অস্বাভাবিক ছিল, তা পরবর্তী ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করি। কারণ এমন পরিস্থিতিতে যে পরিবারে যে দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে থাকে, তা হল, ভাই সানন্দে দাদার সঙ্গে তার তৈরী খাবার বিনিময় করে। কিন্তু এষৌ ও যাকোবের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? যাকোব তার দাদা এষৌকে বলল, ***"আগে তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর"*** (৩১ পদ)। যাকোবের এই কথা শুনে এষৌ যখন মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল (৩২ পদ), যাকোব কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। যাকোব তাকে এ বিষয়ে দিব্য করতে বাধ্য করে, যার অর্থ, তার এই প্রতারণায় ঈশ্বরের নামকে পর্যন্ত যাকোব ব্যবহার করে।

এই কাজের দ্বারা যাকোব শয়তানের সর্টকাট পথ বেছে নিয়েছিল। ঈশ্বর যদিও তাঁর উপযুক্ত সময়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা, ***"জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে,"*** পূর্ণ করবেন; কিন্তু যাকোব সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নয়। পরিবর্তে, সে তার চাতুরির দ্বারা নিজের ক্ষমতায় তা হস্তগত করতে চায়। অন্যদিকে, যাকোবের এমন অযৌক্তিক প্রস্তাবে রাজি হওয়া এষৌরও উচিৎ হয়নি। সামান্য খাদ্যের পরিবর্তে তার জ্যেষ্ঠাধিকার, তথা মশীহের পিতৃপুরুষ হবার সুযোগ হাতছাড়া করা কখনও সঠিক কাজ হয়নি। অর্থাৎ, তার কাছে সেই বিশেষ অধিকারের মূল্য এক বাটি ডালের থেকেও কম ছিল। ৩২ পদে এষৌ বলেছে, ***"আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কী লাভ?"*** একবাটি ডাল না খেলে কি এষৌ মারা যেত? এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, এষৌর কাছে তার খিদা মেটানো এতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তার জন্য অনন্তকালীন আশীর্বাদ ত্যাগ করতেও সে রাজি ছিল। সে তার মাংসিক ইচ্ছার দ্বারা এতখানি পরিচালিত হয়েছিল যে, যখন সে সেই ডাল খেয়েছিল, তখন সে মুহূর্তের জন্য চিন্তা করতে পারেনি, সে কী মূল্য দিতে চলেছে। কিন্তু এষৌর প্রতি আঙ্গুল তোলার আগে, আমাদের প্রয়োজন নিজেদের দেখা। আমরাও কি তার ন্যায় একই কাজ করি না? আমাদের জীবনে, এমন কি কোনও পাপাচরণ আছে, যাকে আমরা ত্যাগ করতে চাই না? ঈশ্বরের রাজ্য অপেক্ষা আমাদের জীবনে

অনুগ্রহে সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

কোনও মাংসিক ইচ্ছা বা আনন্দ কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কত মানুষ আছে, যারা মুহূর্তের সুখানুভূতির জন্য তাদের ক্যারিয়ার, তাদের নাম, তাদের জীবনকে বিসর্জন দিয়েছে। আমরাও অনেক সময় ঈশ্বরের সন্তানের অধিকারকে মূল্য না দিয়ে, ব্যক্তিগত মাংসিক ইচ্ছা চরিতার্থ করেছি।

ঘ। <u>এষৌ নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করল</u> : ৩৪ পদে বলা হয়েছে, *"এইরূপে এষৌ নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করল।"* এখন, সে যাকে তুচ্ছ করেছে, তা শেষ পর্যন্ত তার কাছ থেকে কেড়ে নেবার মধ্যে অন্যায়ের কিছু নেই। তাই, এষৌর পরিবর্তে ঈশ্বর যে যাকোবকে মনোনীত করেছিলেন, তার দ্বারা কোনও অবিচার করা হয়নি; যেহেতু তার কাছে জ্যেষ্ঠাধিকারের কোনও মূল্যই ছিল না। ঈশ্বরের মনোনয়ন সর্বদা এইভাবে কাজ করে থাকে। যারা ঈশ্বরের রাজ্যের বাইরে অবস্থান করে, তাঁর প্রজাদের অংশ হবার মনোনয়ন ও আহ্বান যারা লাভ করেনি, তারা এমন কোনও বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়নি, যা তারা পেতে চেয়েছিল, পরিবর্তে তাকে তারা কোনও মূল্য দেয়নি। ডুবন্ত জাহাজের শেষ লাইফবোট হিসাবে, লোকদেরকে তার জাহাজে ওঠা থেকে বিরত করতে নোহকে কোনও চেষ্টা করতে হয়নি। কারণ, তারা তার জাহাজে চড়তে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না। যাদের হৃদয় ঈশ্বর পরিবর্তিত করেছিলেন, কেবল তারাই তার জাহাজে প্রবেশ করেছিল। আজকের দিনে মানুষরাও ঈশ্বর ও তাঁর পরিত্রাণের পথে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়। ঈশ্বর তাঁর নিজের লোকদের ক্রমশ পছন্দ ও আহ্বান করে চলেছেন, কিন্তু যারা ঈশ্বরের দ্বারা বাদ পড়েছে, তারা কেউই তার জন্য ঈশ্বরকে দায়ী করতে পারে না। কারণ, মনোনীত হবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাদের মধ্যে নেই।

জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করার প্রলোভন যাকোবের কাছ থেকে এসেছিল। শয়তানের হাতিয়ার হয়ে যাকোব নিজের দাদাকে প্রলুব্ধ করেছিল। আর যাকোবের জীবনে এইভাবে শয়তানের সর্টকাট পদ্ধতিতে অর্জিত জ্যেষ্ঠাধিকারের পরিণাম হয়েছিল মারাত্মক। সেই জ্যেষ্ঠাধিকার স্বাধীনভাবে ভোগ করার জন্য তাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার পিতামাতাকে অনুসরণ করে যাকোব ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণতার জন্য অপেক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। সে সেই আশীর্বাদ তখনই লাভ করতে চেয়েছিল। আমরাও এমন ইচ্ছার সঙ্গে সুপরিচিত। আমরাও ঈশ্বরের কাছ থেকে চেয়ে থাকি শারিরীক আরোগ্য, জীবন-সঙ্গী, সন্তান, কঠিন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার। এখন, ঐ সমস্ত বিষয় লাভ করতে ইচ্ছা কিংবা ঐ সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনার মধ্যে কোনও দোষ নেই। কিন্তু আমরা যখন ঐ সমস্ত বিষয় উত্তর এখনই চাই, তখন আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কারণ তার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের থেকেও ঐ সমস্ত আশীর্বাদকে বেশি আকাঙ্ক্ষা করে থাকি। তার দ্বারা সর্টকাট পথের প্রলোভন আসে। আর শয়তানের সর্টকাট পথ কখনও আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে না, পরিবর্তে, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবার পথকে কঠিন করে।

ঙ। <u>এষৌ না যাকোব?</u> ঈশ্বর কার মাধ্যমে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন? এষৌর কাছে একবাটি ডালের থেকেও আধ্যাত্মিক জ্যেষ্ঠাধিকার কম গুরুত্বপূর্ণ; আর যাকোব তাকে ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু জ্ঞান করে, চাতুরির দ্বারা তা অর্জন করতে চায়। এদের মধ্যে কাকে রক্ষা করতে ঈশ্বর বেছে নেবেন? নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে, তাদের কেউই যোগ্য নয়। কেউই তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের কাজের যোগ্য নয়। এর দ্বারা প্রমাণিত সত্য হল, নিঃসন্দেহে, আমাদের পরিত্রাণ পূর্ণমাত্রায় ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল।

কিন্তু ঈশ্বর কীভাবে আমাদের ন্যায় এত বড়ো পাপীদের উদ্ধার করবেন? একটাই আশা, এমন একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন, যিনি এষৌ ও যাকোব থেকে হবেন আলাদা। যিনি তাঁর অধিকার (ঈশ্বরের সমান) লোভের বশে হস্তাধিকার করার পরিবর্তে অন্যদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে ভাগ করবেন। যিনি দাসের বেশে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে দেবেন। যিনি তাঁর প্রজাদের ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার নিজের রক্তের মূল্যের বিনিময়ে অর্জন করবেন। যাকোবের এমন একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন। কেবল ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য অনুগ্রহ পারে তার পাপ ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে আবৃত করতে। আমাদেরও এমন একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন। ঈশ্বরের গৌরব হোক, কারণ তিনি আমাদের জন্য এমন একজন পরিত্রাতাকে দিয়েছেন, যাঁর নাম যীশুখ্রীস্ট। তাঁর পৃথিবীর মাটিতে আগমনকে আমরা আর কয়েকদিন পরে স্মরণ করতে চলেছি। তিনি কি আপনার পরিত্রাতা? তিনি যদি এখনও তা না হয়ে থাকেন, এবারের বড়দিনে তিনি যেন আপনার হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করেন, এই প্রার্থনা করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com